শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে আমাদের পরিকল্পনা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দৃশ্যমান পরিবর্তন চাই ঃ

০১.প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত রং ও সাইজের জাতীয় পতাকা জিআই/মেটাল পাইপে থাকবে, নো বাঁশ
০২.শহীদ মিনার থাকবে, নামাজের নির্ধারিত জায়গা থাকবে।
০৩.অন্তত ২টি স্থায়ী মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম থাকবে
০৪.প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাইনবোর্ড, মনিটরিং বোর্ড তৈরি করে সকল তথ্য হালনাগাদ করতে হবে।
০৫.শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঠিক সময়ে আগমন-প্রস্থান নিশ্চিত করতে সর্বাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার
০৬. মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ,কো-কারিকুলার একটিভিটিজ ক্লাশ রুটিনে অর্ন্তভুক্তিকরণ
০৭ বের্ডি/পাবলিক পরীক্ষার আগে উপজেলার তত্বাবধানে ০২টি মডেল টেস্ট গ্রহন
০৮.শিক্ষার্থীদের আইডি কার্ড এবং ইউনিফর্ম নিশ্চিতকরন
০৯.ক্ষুদে ডাক্তার গঠন করে নিরাপদ পানি/স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ প্রদান
১০,ই-মেইলের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান, ডাইনামিক ওয়েবসাইট আপডেটিং এবং প্রতিষ্ঠানের নামে ফেইসবুক আইডি খুলে তথ্য আপলোডিং করা। সেকায়েপে নিয়মিত মেইল পাঠানো।
১১,নিয়মিত মাল্টিমিডিয় ক্লাশ নেয়া এবং তা ড্যাসবোর্ডে এন্ট্রি করা।
১২.পাবলিক পরীক্ষায় শতভাগ পাশ নিশ্চিত করা, ভালো ফলাফল করার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহন করা।
১৩.বাল্য বিবাহ, মাদক, ইভটিজিংএবং দুর্নীতি বিরোধী কমিটি গঠন করা এবং এসব সভার রেজুলেশন প্রদান করা
১৪.খেলাধুলা, ম্যাগাজিন, দেয়ালিকা ইত্যাদি বের করে শিক্ষাঙ্গন গুলো আকর্ষনীয় করা।
১৫.শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ করা এবং শিক্ষকগণ ক্লাশে মোবাইল ফোন নেবেন না।
১৬.প্রাত্যহিক সমাবেশ নিশ্চিত করা,পতাকা উত্তোলনে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান করা
১৭.শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান বৃদ্ধিতে কি কি নতুন পদ্ধতি/কৌশল গ্রহন করা যায় তা শিক্ষার্থী-শিক্ষক অভিভাবক, এলাকার সুধীজনদের পরামর্শ ও সুপারিশ তৈরি করে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ
১৮.শিক্ষক শুমারীতে শিক্ষকদের যাবতীয় তথ্য আপডেট করা।
১৯. শ্রেণিকক্ষ এবং স্কুল আঙিনা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।
২০.স্কাউট ও গার্লস গাইড কে কার্যকর করা
২১.শিক্ষক- শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত ক্যাপ/আইডি কার্ড/স্কার্ফ নির্ধারণ করা।
২২.ছাত্র শিক্ষক নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করা।
২৩.উপজেলায় প্রতি মাসে/দ্বি-মাসিক শিক্ষকদের সভা করা
২৪.প্রতিষ্ঠান সময়ের আগে/পরে/বন্ধের দিনে অতিরিক্ত ক্লাশ নেয়া, প্রইভেট/কোচিং বন্ধ নীতিমালা ২০১২ বাস্তবায়ন
২৫. প্রতিষ্ঠানের সময়সূচি ১০.০০-৪.০০টা মেনে চলা।
২৬.শিক্ষকগণ নিজেরা প্রশ্নপত্র তৈরি করে সকল পরীক্ষা নেবেন।
২৭.প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় উপ-কমিটির মাধ্যমে সম্পাদন এবং বার্ষিক অডিট করানো।
২৮. সকল শিক্ষক শিক্ষক বাতায়নের সদস্য হওয়া এবং ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করে ক্লাশ নেয়া।
২৯.জিবি/এসএমসি/এমএমসি এবং পিটিএ কমিটি নিয়মিত সভা করে প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো/ফলাফল উন্নয়নে প্লান করা।
৩০. প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সততা স্টোর চালু করা।
৩১. অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিটিজেন চার্টার আবশ্যিক করা।
৩২. প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফুলের বাগান করা পর্যাপ্ত এবং পরিকল্পিত বৃক্ষ রোপন করা ও নিয়মিত পরিচর্যা করা।